সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে কৃষির জন্য বরাদ্দের উপর কৃষক সংগঠনসমূহের প্রতিক্রিয়া

কৃষিতে অপ্রতুল বরাদ্দ দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের কৌশলগত ব্যর্থতার প্রতিফলন

জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা এবং প্রান্তিক কৃষকদের রক্ষায় জাতীয় বাজেটে কৃষির জন্য কার্যকর বরাদ্দ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে

ঢাকা, ০৬ জুন ২০১৭। আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষির জন্য দেওয়া বরাদ্দে হতাশা ব্যাক্ত করেছে ১৪টি কৃষক সংগঠন। তারা কৃষির জন্য বরাদ্দকে অপ্রতুল উল্লেখ করে এই ধরনের বরাদ্দ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষিকে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবিও তুলে ধরা হয়, যেমন: ১. জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে জাতীয় বাজেটের ১৫-২০% কৃষির জন্য বরাদ্দ দিতে হবে। ২. কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, এবং ভর্তুকি এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে প্রান্তিক কৃষকরা উক্ত ভর্তুকিতে সহজ প্রবেশাধিকার পায় এবং আমাদের কৃষিও বৈশ্বিক প্রতিযোগীতায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এজন্য সরকারের বর্তমান ভর্তুকি নীতি পর্যালোচনা করার দাবী করনে বক্তারা। ৩. সরকারকে অবশ্যই কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে এবং এজন্য জাতীয় "মূল্য কমিশন" গঠন করতে হবে। ৪. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ এবং নিয়ন্ত্রন করতে হবে, বিশেষ করে বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। ৫. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কৃষকদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। ৬. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ৭. কৃষকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক এবং অভিযোজনমূলক কৃষি সর্ম্পকে কৃষকগণ ধারণা পাবেন।

কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত "জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে কৃষিতে বাজেটের ২০% বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে " শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইক্যুইটিবিডি'র সচিব জনাব আমিনুল হক। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম, এবং বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের (জাই) সভাপতি জায়েদ ইকবাল খান সহ আরও অনেকে।

জনাব আমিনুল হক বলেন, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় কৃষির জন্য প্রকাশিত সহানুভূতি এবং কৃষির জন্য দেওয়া বরাদ্দের মধ্যে স্পষ্ট বৈপরিত্ব রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, আমাদের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল, দেশের ৪৫% মানুষের জীবিকার উৎস্য এই কৃষি। দেশের ৪৫% মানুষের জীবিকার যে কৃষির উপর করে সেই কৃষির জন্য তিনি বরাদ্দ দিয়েছেন মোট বাজেটের মাত্র ৩.৪%! বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১.২% কৃষির জন্য। কৃষির জন্য এই ধরনের অপ্রতুল বরাদ্দ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আত্মঘাতি। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চাপে সরকার কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে দিচ্ছে। ভর্তুকি কমানোর ফলে প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি। তিনি, ভর্তুকি যেন যথাযথভাবে প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পৌঁছায়, তার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান।

জায়দ ইকবাল খান বলেন কৃষক যেন ন্যায্যমূল্য পায় এই জন্য অর্থমন্ত্রী চাল আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন। কৃষকের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হলে, ধান-চাল সংগ্রহ নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে। কৃষক তার কাছে ধান আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি করে দেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা সেই ধান কিনে চাল বানিয়ে বিক্রি করে মুনাফা লুটে। চাল সংগ্রহ বা ধান সংগ্রহও এমন সময়ে শুরু করতে হবে যখন তা কৃষকের হাতে থাকে। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হলে ন্যায্য মূল্য কমিশন গঠনের কোনও বিকল্প নেই।

বদরুল আলম বলেন, দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বিপরীতে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। কৃষিতে অপ্রতুল বাজেট বা বরাদ্দ কমিয়ে ফেলার প্রভাব ইতিমধ্যে কৃষিতে পড়ছে। সরকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উন্নত মানের বীজের কথা বলছে, কিন্তু উন্নত দেশীয় বীজ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিএডিসি'র জন্য বরাদ্দ দেখলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ কোনও পরিকল্পনাই নেই।

equitybd
House 13, Road 2, Shamoli, Dhaka 1207, Bangladesh
Tel: 88 02-8125181, 9118435, Fax: 88 02-9129395, Email: info@equitybd.org
www.equitybd.org

সম্মেলনের সঞ্চালক বলেন, প্রতি বছর ১% করে কৃষি জমি হারাচ্ছি, প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ লোক নদী ভাঙ্গনের ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছেন। কৃষি জমি বাঁচানোর জন্য বিশেষ আইনী উদ্যোগ প্রয়োজন, উপকূলীয় এলাকার কৃষি জমি রক্ষার জন্য টেকসই বাঁধের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

প্রতিবেদন তৈরিঃ

মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইলঃ +৮৮০১৭১১৪৫৫৫৯১
আমিনুল হক, মোবাইলঃ +৮৮০১৭১৩৩২৮৮১৫